বিদ্যুৎ বিলে অসঙ্গতি, গ্রাহক ভোগান্তির বিরুদ্ধে মানববন্ধন

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গাংনী জোনাল অফিসের কার্যক্রম চলছে হযবরল অবস্থায়। গ্রাহকরা তাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছেন না। আন্দোলনের নামে লাইন টেকনিশিয়ানরা কর্মবিরতি পালন করছেন। গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিলেও রয়েছে নানা অসঙ্গতি। গ্রাহকদের অভিযোগ গাংনী জোনাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

(ডিজিএম) বিজয় চন্দ্র কুন্ডু যোগদান করার পর থেকে জোনাল অফিসে চলতি বছরের জুলাই ও আগস্ট মাসে আবাসিক বিদ্যুৎ বিল দ্বিগুণ প্রস্তুত করে, ১ মাসে গ্রাহকের কয়েক লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আদায়ের অভিযোগে, গাংনীর হিজলবাড়িয়া গ্রামে ডিজিএম বিজয় চন্দ্র কুন্ডুর বিরুদ্ধে মানববন্ধন করেছেন ভুক্তভোগী গ্রাহকরা।

গতকাল বুধবার দুপুর ১২টার দিকে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন সাহারবাটি ইউনিয়নের সাবেক সদস্য আব্দুল খালেক। এসময় ডিজিএম ও মিটার রিডারদের অপসারণ দাবি করেন মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী ভুক্তভোগী গ্রাহকরা।

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অনুকূলে বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী (গ্রাহক) রয়েছেন ৫ লক্ষ ১২ হাজার।

এসকল গ্রাহকদের সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহসহ সকল সেবা নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন পদে কর্মরত রয়েছেন ৬৪০ জন কর্মকর্তা কর্মচারী। তার মধ্যে রয়েছেন ১৭৪ জন লাইন টেকনিশিয়ান। যারা বৈদ্যুতিক ত্রুটি হলেই মাঠ পর্যায়ে কাজ করেন।

গাংনী জোনাল অফিসের তথ্যে জানা গেছে, গাংনীতে মোট গ্রাহক রয়েছেন ৪১ হাজার ৬৮৪ জন। এদের মধ্যে আবাসিক গ্রাহক রয়েছেন ৩৭ হাজার ৪৯ জন, বাণিজ্যিক ২ হাজার ৩৯৬ জন, শিল্প ৪৩২ জন, সেচ পাম্প ১ হাজার ১৭৪টি, মসজিদ ৪৯৭টি, এবং নির্মাণাধীন গ্রাহক ১৩১টি। বামন্দি এরিয়া অফিসের আওতায় ৪০ হাজার গ্রাহক। এসব গ্রাহকের নিকট থেকে ১ মাসে অতিরিক্ত বিল আদায় করা হয়।

মিটার রিডার ও বিল প্রস্তুতকারী বিলিং অ্যাসিস্ট্যান্টদের বিরুদ্ধে ভূতুড়ে বিল করার অভিযোগ করেন অনেক গ্রাহক। এতে বর্তমান

সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে বলে মন্তব্য করছেন অনেকে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের ঝোড়পাড়া গ্রামের গ্রাহক মোস্তাফিজুর রহমান জানান, আমার মিটার নং ৮৫২৪৪, দীর্ঘদিন ধরে প্রতিমাসে ৩০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকার উপরে বিল আসেনি।

সেখানে জুলাই মাসের ৪০০ টাকার জায়গায় ৩৬০০ টাকা এসেছে। আমার মত এলাকার সকল মিটারের বিদ্যুৎ বিল ডাবল প্রস্তুত করে বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। এসব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেছেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, আমাদের এলাকার অধিকাংশ গ্রাহক বিদ্যুৎ সম্পর্কে অবগত না। অফিস থেকে যে বিল করে দেওয়া হয় সেটাই তারা পরিশোধ করে।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক মেম্বার, সাবেক প্যানেল চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা আব্দুল খালেক জানান, আমার গ্রামের প্রায় ১০০ জন গ্রাহক এসে অভিযোগ করেন গত জুলাই মাসের তুলনায়, আগস্ট মাসে দ্বিগুণ বিল প্রস্তুত করেছে।
১ হাজার টাকার জায়গায় ৭ হাজার টাকা, ৭০০ টাকার পরিবর্তে ১৬০০ টাকা এসেছে, এভাবে সকল গ্রাহকের একই অবস্থা।

আগস্ট মাসের বিল নেওয়া বন্ধ রেখে, ঘটনাটি তদন্তপূর্বক পরে বিল নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। সেই সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসকের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি।

আবাসিক এক মিটার ব্যবহারকারী অভিযোগ করেন, চলতি বছরের জুন মাসের বিল ১ হাজার ৩৬ টাকা, জুলাই মাসের বিল ১ হাজার ২৭৬ টাকা হলেও বর্তমান আগস্ট মাসের ব্যবহৃত বিদ্যুতের বিল এসেছে ৩০ হাজার ৬৮৪ টাকা। প্রস্তুতকৃত বিলে চরম গরমিল বলে জানান গ্রাহকরা।

ভূতুড়ে বিলের এমন ঘটনাটি ঘটেছে, গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউপির অন্তর্গত রায়পুর গ্রামেও। মিটার ব্যবহারকারীর নাম অর্থাৎ গ্রাহক রায়পুর গ্রামের শ্রী মদু দাসের ছেলে শ্রী সন্নাসী দাস।

যার মিটার নং-০০১০৩৮৩০। সন্নাসী দাস জানান, আমি একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অসহায় বাসিন্দা। আমি দীর্ঘদিন যাবত গাংনী জোনাল অফিসের আওতায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করে আসছি।

বিগত বছর এবং মাসে কখনও ভৌতিক বিল আসেনি। প্রতি মাসেই গড়ে ৫০০ টাকা থেকে ১ হাজার টাকা করে বিল করা হয়ে থাকে। চলতি আগস্ট মাসে

৩০ হাজার টাকার বেশী বিল দেখে আমি হতবাক।

ভুক্তভোগী গাংনী পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের ডিজিএমকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি বলেন, মিটারের রিডিং অনুযায়ী বিল ঠিক আছে। আপনি একবারে দিতে না পারলে মাসে মাসে দিয়ে পরিশোধ করবেন।

এদিকে গতকাল সকাল থেকে গাংনী জোনাল অফিসের কর্মরত ১৩ জন লাইন টেকনিশিয়ান অফিসে আসেননি। তারা কেন্দ্রীয় কর্মসূচি পালন করছেন। টেকনিশিয়ানরা কাজে যোগদান না করায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। ফলে গ্রাহকরা চরম বিপাকে পড়েছেন। কবে নাগাদ কাজে যোগদান করবেন তাও নিশ্চিত নয়। লাইন টেকনিশিয়ানরা কাজে যোগদান না করলে এই প্রচণ্ড গরমে গ্রাহক আরও বেশি ভোগান্তিতে পড়বে। মোবাইল ফোনে কল করে একাধিক লাইন টেকনিশিয়ান আব্দুস সবুর, আব্দুল্লাহ, সোহেল রানা, আব্দুর রাজ্জাককে কাজ না করার বিষয়ে জানতে চাইলে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে বলেন, আমরা কাজেই আছি, বাসায় খেতে এসেছি। কেউ কেউ আবার অসুস্থতার অজুহাত তোলেন।

তবে, অফিস কর্তা বলেন, তারা কেউ অফিসে এসে আধাঘণ্টা পর আমাকে না জানিয়ে টেকনিশিয়ানরা চলে গেছে। তবে তারা কাজ না করলে গ্রাহকরা দুর্ভোগে পড়বে।

এ বিষয়ে বিদ্যুৎ অফিসের ডিজিএম বিজয় চন্দ্র কুন্ডুর নিকট অতিরিক্ত বিল আদায়ের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার অফিসের মিটার বিল রিডিং করার সময় আমাদের স্টাফদের ভুল হতে পারে। আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ দিলে তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। ইতিমধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে, ৭ জনকে শোকজ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে মহিলা দলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে

আলোচনা সভা

মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের আয়োজনে বুধবার বিকেলে শহরের খাঁন কমিউনিটি সেন্টারে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা মহিলা দলের সভাপতি সায়েদাতুন্নেসা নয়নের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আমরা ১৬ বছর লড়াই করেছি আজকে আমাদের যে আত্মত্যাগ এই আত্মত্যাগ একটি ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী শেষ করে দিতে চাচ্ছে। আমরা যারা রাজপথের লড়াইয়ে ছিলাম আমাদেরকে আজকে অপমানিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আপনারা নিশ্চয়ই খাঁটি বিএনপির নেত্রী আমরা এখানে লোক যারা করার জন্য আপনাদের উপস্থিত করিনি আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে বাস্তব ও সত্য পথে চলা।

মাসুদ অরুন যেভাবে কষ্ট করে এই সংগঠনকে ১৬ বছর পাহারা দিয়েছে, ঢাকা থেকে কর্মসূচি দেওয়া হতো যে কর্মসূচি ঢাকাতে পালন করতে পারত না আমরা এখানে আওয়ামী লীগের গুন্ডাদের চোখ রাঙানো পুলিশের রাইফেল বন্ধু পরোয়া না করে আছে ধরনের নেতৃত্বে কর্মসূচি করেছি।

তিনি আরো বলেন, আজকে অবাক দৃষ্টিতে দেখতে হচ্ছে আওয়ামী লীগের সেই ছায়া আওয়ামী লীগের সেই প্রতিচ্ছবি আমরা আবারো দেখতে পাচ্ছি গতকাল কি মহিলা দলের নামে একটি সমাবেশ হয়েছে পার্কে যেটা দেখে মনে হল ওটা কোন বিএনপির সমাবেশ না ওটা ফরহাদ হোসেন দোদুলের সমাবেশ।

লোক দেখাতে হবে তাই বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন দলের ভাড়া করে লোক নিয়ে এসেছে। কালকে মনে হয়েছে আওয়ামী লীগের পেতাত্মা বাংলাদেশ থেকে সরে নাই। কালকের ওই মহিলা দলের সমাবেশ মনে হয়েছে আমার কাছে ওটা আওয়ামী লীগের সমাবেশ। ফরহাদ হোসেন দোদুল যেভাবে সমাবেশ করেছে কালকে সমাবেশ দেখে মনে হয়েছে ক্ষমতাশীল দলের সমাবেশ।

আজকে বিএনপি’র বিরুদ্ধে নানাভাবে ষড়যন্ত্র চলছে এখনো যদি

মনোনয়ন হয় সামনে অনেক বিপদ অপেক্ষা করছে। রাজনীতি হচ্ছে মানুষের পাশে থাকা সুখে-দুখে ভালো-মন্দই কষ্টে বিপদে আপদে পাশে থাকা।

আজকে ওই যে কমিটির কথা উঠলো আজকে এই কমিটি করে যারা বিএনপিকে বিভক্ত করার চেষ্টা করছে তারা সবাইকে নিয়ে সকাল দশটা থেকে বিকেল পর্যন্ত গণপূর্ত অফিস জনস্বাস্থ্য অফিস এল জি ডি ঠিকাদারি করে বেড়াচ্ছে, চাঁদাবাজি করে বেড়াচ্ছে। আর এই দায়ভার এসে বিএনপি’র কাঁধে পড়ছে। জনগণকে বাদ দিয়ে আজকে ওই মুখার্জিপাড়ায় অফিস হয়েছে। ওই অফিসে যারা আছে সবাই এখন ঠিকাদারি করে বেড়াচ্ছে।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম।

এসময় তিনি বলেন, আপনাদের হৃদয়ের কষ্টের একটাই কারণ আমরা পরিশ্রম করে দল সংগঠিত করেছি, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ৪৭ বছর আগে যে দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে আমরা তারেক রহমানের নেতৃত্বে বেগম খালেদা জিয়া সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে মেহেরপুরে যেই মুহূর্তে সেই উদ্দেশ্য পালনের চেষ্টা করছি সেই মুহূর্তে কমিটির নামে আমাদেরকে হেও করে আমাদেরকে ছোট করে আমাদের মাথার উপরে যেচে বসেছে আওয়ামী দোসরা।

আমাদের করণীয় যেভাবে আমরা ১৬ বছর ফ্যাসিস্ট হাসিনার বিদায় করার জন্য মাসুদ অরুণকে সহযোগিতা করেছিলেন জেলা বিএনপিকে সহযোগিতা করেছিলেন আমাদের সহযোগিতা করেছিলেন আমাদের পাশে ছিলেন আপনারা মাসুদ অরুণের জন্য আবারও তার পাশে থাকুন।

জেলা মহিলা দলের অর্থ বিষয়ক সম্পাদক রুপালি খাতুনের সঞ্চলনায় এছাড়াও এসময় জেলা মহিলা দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি বেদানা আক্তার পলি, সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহিমা খাতুন, ইউনিয়ন মহিলা দলের সদস্য সোনিয়া আক্তার, মহিলা দল নেত্রী ফিরোজা আক্তার পপি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সীমান্তে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি সীমান্তে অজ্ঞাত পরিচয়ের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সন্ধ্যায় সীমান্ত পিলার ১৩০/৩ এস-এর শূন্য রেখার কাছ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। স্থানীয়রা জানান, ওই ব্যক্তি কয়েকদিন ধরে সীমান্ত এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন। এলাকার মানুষ তাকে খাবার দিতেন এবং তাকে মানসিক ভারসাম্যহীন বলে জানতেন। বুধবার সন্ধ্যার আগে স্থানীয়রা তার মরদেহ সীমান্তের শূন্য রেখায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর মর্গে পাঠিয়েছে। তবে নিহতের পরিচয় এখনও নিশ্চিত করা যায়নি।
মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন এবং কিছুদিন ধরে এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন। নিহতের পরিচয় শনাক্তে তদন্ত চলছে।

সৎ মানুষ হতে পারলে উন্নত দেশ গড়া সম্ভব

ঐতিহাসিক মুজিবনগর খ্যাত মেহেরপুরে শরতের সকালে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কলরবে মুখর হয়ে ওঠে পৌর শহরের কমিউনিটি সেন্টার।

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে মুখরিত হয়ে ওঠে হলরুম। সকলের চোখে-মুখে সাফল্যের জয়গান।

বুধবার সকালে একত্র হয়েছিল ২০২৫ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া জেলার কৃতী শিক্ষার্থীরা। ‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখো-এর পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রথম আলো এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানের আগে আমন্ত্রণপত্র দেখিয়ে শিক্ষার্থীরা ক্রেস্ট ও স্ন্যাকস সংগ্রহ করে। সময় গড়াতেই দুই শতাধিক শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবককে নিয়ে কমিউনিটি সেন্টার উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। প্রথমে রাজধানীর উত্তরায় সাম্প্রতিক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

প্রধান অতিথি পৌর কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ একরামুল আজিম বলেন, “শিক্ষাজীবনের শুরু মূলত এসএসসি পাস করার পর থেকে। এরপর কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ ঘটে। প্রকৃত শিক্ষার্থীরা খুব বিনয়ী, মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ হয়ে ওঠে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে। কৃতী শিক্ষার্থীরা তোমরা সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। কারণ সৎ মানুষই উন্নত দেশ গড়তে পারে। উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশে মানুষের জীবনমান উন্নত করতে এখনই তোমাদের প্রস্তুত হতে হবে। উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমরা নিজেদের সততা দিয়ে সাফল্য অর্জন করবে।”

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের সহযোগী অধ্যাপক কাজী আশরাফুল আলম। তিনি বলেন,
“সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো একজন সৎ মানুষ হওয়া। আগে আমরা নিজেদের সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলব। প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়ার প্রধান শর্ত হলো সততা।”

কৃতী শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাসান মাহমুদ বলেন, “প্রথম আলোর কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসে নিজেদের ধারণা আরও মজবুত হলো। সৎ মানুষ হতে হলে আমাদের কী করতে হবে তারও ধারণা পাওয়া গেল। আগামীতে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো আমাদের কাজে আসবে।”

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বন্ধুসভার সদস্য এন্ড্রিয়া সরকার। স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু সাঈদ। শিক্ষার্থীদের মিথ্যা, মুখস্থ ও মাদককে ‘না’ বলার অঙ্গীকার করান প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিনিধি আজাদুর রহমান। বন্ধুসভার উপদেষ্টা সাব্বির হোসেন সোহাগের নেতৃত্বে সমবেত নৃত্য পরিবেশিত হয়। পরে ১০ জন কৃতী শিক্ষার্থীকে প্রথম আলোর কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে বই উপহার দেওয়া হয়। সমাপনী বক্তব্য দেন বন্ধুসভার সভাপতি সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল আমিন।

আয়োজনটি পাওয়ার্ড বাই কনকা-গ্রি এবং সহযোগিতায় ছিল কনকর্ড

গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।

মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের উদ্যোগে এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় শহীদ ড. সামসুজ্জোহা পার্কে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

সমাবেশে জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক লাইলা আরজুমান বানুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সভাপতি আলহাজ্ব জাভেদ মাসুদ মিল্টন। তিনি বলেন, “নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দল অতীতে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, ভবিষ্যতেও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।”

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। তিনি বলেন, “আজকের এই দিনে আমরা প্রতিজ্ঞা করি, দেশের চলমান সংকট মোকাবিলায় মহিলা দলকে আরও ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করতে হবে।”

এছাড়া সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, ওমর ফারুক লিটন, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, আনসারুল হক, হাফিজুর রহমান হাফি, আবু সালেহ নাসিম, খাইরুল বাশার, জাকির হোসেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক

দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, সদস্য সচিব শহিদুল ইসলাম, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এ. বাঁকাবিল্লাহ, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওসার আলি, জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি নাজমা খন্দকার, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নাজমুন নাহার রিনা প্রমুখ।

জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি সাবিহা সুলতানার সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ ও সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’ সভাপতি আমিরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক হাজী মশিউর রহমান, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল বিশ্বাস, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, গাংনী পৌর বিএনপি’র সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, গাংনী উপজেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক খালেদা ইয়াসমিনসহ মহিলা দল ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের অসংখ্য নেতাকর্মী।

সৈনিক থেকে শিল্পপতি বনে যাওয়া মেহেরপুরের হাবিবুর রহমান গ্রেপ্তার

একাধিক মামলার সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি ও শিল্পপতি হাবিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) পটুয়াখালী জেলার মহিপুর থানার কুয়াকাটা এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত হাবিবুর রহমান মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের আজিমুদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে।

জানা যায়, হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় ও আদালতে প্রতারণা, চেক জালিয়াতিসহ মোট ১২টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে ৫টি মামলায় তিনি বিভিন্ন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত। দীর্ঘদিন ধরে গ্রেপ্তার এড়াতে তিনি পলাতক ছিলেন।

গ্রেপ্তারের পর মঙ্গলবার তাকে আদালতে প্রেরণ করা হলে বিজ্ঞ বিচারক তাকে জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, শিল্পপতি হাবিবুর রহমান গত জেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে মেহেরপুরে উপস্থিত হয়ে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে ব্যাপক গণসংযোগ চালিয়ে আলোচিত হয়েছিলেন।

মেহেরপুরে মহিলা দলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আজ সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী কর্মসূচির সূচনা করা হয়।

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট কামরুল হাসান, জেলা বিএনপির সিনিয়র সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহম্মেদ, জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি সাবিহা সুলতানা, জেলা বিএনপির সাবেক মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নাজমুন নাহার রিনা প্রমুখ।

এছাড়া অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপি’র ৪ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি সালমা খাতুন, ইউনিয়ন বিএনপির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক রাকিবা, সাবেক মহিলা কাউন্সিলর ও পৌর ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সহ-সভাপতি মনোয়ারা খাতুন, মহিলা দলের নেত্রী চায়না খাতুন পপি, নবীনা মল্লিক, দফরপুর ২ নং ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য ফাতেমা, রুপালি, জ্যোতি, রবিউস সানি, কনা, নাজু, ওমরা, আরবিসং, জাকিয়া প্রমুখ।

আলোচনা সভায় বক্তারা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে নারীর ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

গাংনীর সাহারবাটী বাজারের একটি দোকানে নগদ টাকা ও মালামাল চুরি

বাজারজুড়ে রয়েছে নৈশপ্রহরী, আছে সিসি ক্যামেরাও। এসব উপেক্ষা করে গাংনী উপজেলার সাহারবাটী বাজারের রকিবুল ইসলামের দোকানে নগদ টাকা ও মালামাল চুরির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার মধ্যরাতে এ ঘটনা ঘটে। তবে বাজারের সিসি টিভি ফুটেজে চোর সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি বলে জানান বাজার কমিটি।

জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো শনিবার সারাদিন ব্যবসা শেষে রাত সাড়ে ১০টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়ি যান দোকান মালিক রকিবুল ইসলাম। রবিবার ভোরে দোকান খুলতে এসে তিনি দেখতে পান দোকানের দরজার তালা ভাঙা, মালামাল এলোমেলো, ক্যাশবাক্সের তালাও ভাঙা।

দোকান মালিক রকিবুল ইসলাম জানান, ক্যাশবাক্সে নগদ দেড় লক্ষাধিক টাকা ও কয়েক কার্টন সিগারেট নিয়ে গেছে চোরেরা। পরে বিষয়টি বাজার কমিটির সদস্যদের জানালে তারা দোকানে ছুটে আসেন। এ সময় বাজারের সিসি ক্যামেরায় ধারণকৃত ভিডিও দেখা হলে মুখোশ পরা এক ব্যক্তিকে দোকানের তালা ভাঙতে দেখা যায়। তবে মুখোশ পরা এবং উক্ত দোকানের সামনে ক্যামেরা না থাকায় চোরের উপস্থিতি ও তালা ভাঙার কিছু অংশ দেখা গেলেও তাকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

বাজার কমিটির সভাপতি মইন জানান, আমরা বিষয়টি জানতে পেরে দোকানে গিয়েছি। তবে চোর সনাক্তের চেষ্টা চলছে এবং এ বিষয়ে একটি ডায়েরি করার প্রস্তুতি চলছে।

গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল জানান, সাহারবাটী বাজারে চুরির বিষয়টি বাজার কমিটি জানিয়েছে। দোকান মালিক একটি জিডি করেছেন। চুরির সাথে জড়িতদের সনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।

গাংনীর বিএনপি নেতা ডাকুর গ্রেফতার নিয়ে আলোচনা- সমালোচনা

গাংনী পৌর বিএনপি’র সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক ও বর্তমান ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ডাকুকে গ্রেফতার ষড়যন্ত্র অভিহিত করে বিএনপি’র নেতাকর্মীদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

বিএনপি’র এই জনপ্রিয় নেতাকে গ্রেফতার ও অস্ত্র উদ্ধারকে সাজানো ও ষড়যন্ত্র উল্লেখ করে ওই দিন থেকেই প্রতিবাদ সভা, সাংবাদিক সম্মেলন করেছে বিএনপি’র স্থানীয় নেতাকর্মীরা। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে এ ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত দাবী করে নানাভাবে স্টেটমেন্ট দিচ্ছে।

তারা দাবী করেন, আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতাকর্মীর ইন্ধনে গোলাম মোস্তফা ডাকুকে বিগত ১৭ বছর ফ্যাসিস্ট সরকারের পুলিশসহ আইনশৃংখলাবাহিনীর সদস্যরা তাঁকে সাজানো মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি, গ্রেফতার ও নির্যাতন করেছে। তাকে পরিকল্পিতভাবে সাজানো মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানী করা হয়েছে। তাঁকে একাধিকবার গ্রেফতার করে কারাবরণ করিয়েছে। শুধু মামলা নয়, তার বাড়ি ঘরে হামলা করে উচ্ছেদ করেছে তারা।

গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, সাংবাদিক সম্মেলন করে এসব তথ্য তুলে ধরেন। তিনি অবিলম্বে গোলাম মোস্তফাকে মিথ্যা সাজানো মামলা থেকে নি:শর্ত মুক্তি দাবী করেন এবং সকল মিথ্যা ও সাজানো মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান। এছাড়া মিথ্যা মামলাটি তদন্তের দাবী জানান তারা।

উল্লেখ্য, গত ১ সেপ্টেম্বর ভোররাতে একটি বিদেশি পিস্তল, তিন রাউন্ড গুলি ও দুটি ম্যাগজিনসহ গোলাম মোস্তফা ডাকুকে আটক করে যৌথবাহিনী। গোলাম মোস্তফা ডাকু গাংনী পৌরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের চৌগাছার (ভিটাপাড়া) মৃত আজিজুল হকের ছেলে।

প্রসঙ্গত, গোলাম মোস্তফা ডাকু কে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে একাধিকবার মিথ্যা ও সাজানো মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করেছিল আইনশৃংখলাবাহিনী।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস পালিত

আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আজ সোমবার সকাল দশটার দিকে আমঝুপি মউক হলরুমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ও গণসাক্ষরতা অভিযান (সিএএমপিই) যৌথভাবে এ সভার আয়োজন করে। সমাজ সেবক মোঃ শহিদুল্লাহ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর সদর এর সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুমাইয়া জাহান ঝুরকা।

সভায় সাক্ষরতা দিবসের উদ্দেশ্য ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন মউক এর নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিম।

আরো বক্তব্য রাখেন সাবেক পৌর কাউন্সিলর আব্দুর রহিম,আব্দুর রকিব ও আকতার হোসেন। সভায় ধারনা পত্র উপস্থাপনা করেন প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ কাজল রেখা। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন মানবাধিকার কর্মী সাদ আহম্মেদ। আলোচনার আগে একটি র্যালী আমঝুপির বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

সভায় মেহেরপুর জেলায় সাক্ষরতার হার, বর্তমান মেহেরপুরের ঝরেপড়া রোধ ও সার্বিক বিভিন্ন বোর্ড পরিক্ষার ফলাফলের উপর ব্যাপক আলোচনা করা হয়।